FEDERATION OF BANGLADESH CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY

Media Monitoring Report

Thursday, May 15, 2025

A creation of PR & Communications Department

বণিক বার্তা
তথ্যেই অগ্রগতি

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বিজনেস ফোরাম

বাণিজ্য চুক্তি ও ট্যারিফ বাধা দূরীকরণে গুরুত্বারোপ

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণসহ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সই এবং অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণসহ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সই এবং অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং। গতকাল রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম ২০২৫-এ তিনি এসব কথা বলেন।

ফোরামে ভিয়েতনামের ১৬ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং। কৃষি, পর্যটন, ওষুধ, মৎস্য, আইসিটিসহ বেশকিছু শিল্পের বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং জানান, উভয় দেশ একে অপরের পণ্যে উচ্চ ট্যারিফ আরোপ করে রেখেছে। ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ বাধা দূর করাসহ পরিবহন, যোগাযোগ ও লজিস্টিকস ব্যবস্থা সহজ করা গেলে অনাবিষ্কৃত খাতগুলোর বড় সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি। এ সময় দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ় করার পরামর্শ দেন তিনি।

উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খানও। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে লেনদেন ব্যবস্থা আরো সহজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে, যার একটি বড় অংশই অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে।' এ সময় অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জয়েন্ট ভেঞ্চার উদ্যোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন ঢাকায় নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান কোং। প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশ শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুফল পেতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এ সময় বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য-ভিসা সহজীকরণের আহ্বান জানান ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। দুই দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং অংশীদারত্ব আরো জোরদার করার গুরুত্ব তুলে ধরেন ভিয়েতনাম বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ডো ভ্যান থুং।

বণিক বার্তা
তথ্যই অগ্রগতি

শেষ পর্যন্ত আইএমএফের শর্তে সমর্পণ

ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিল বাংলাদেশ ব্যাংক

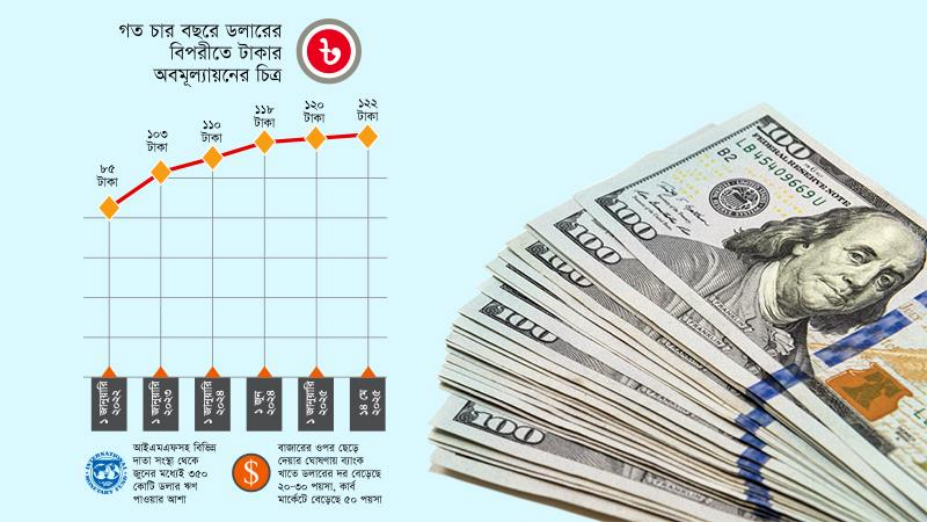

দেশে ডলারের বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারেই নির্ধারিত হবে ডলারের দর।

দেশে ডলারের বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারেই নির্ধারিত হবে ডলারের দর। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ চুক্তির শর্ত পূরণের অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া ইস্যুতে গত কয়েক মাস ধরেই আইএমএফের সঙ্গে দরকষাকষি করে আসছিল সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাতা সংস্থাটির শর্তেই নিজেকে সমর্পণ করেছে বাংলাদেশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গতকাল দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। একই সঙ্গে আগামী মাস তথা জুনের মধ্যেই আইএমএফের ঋণের দুই কিস্তিসহ ৩৫০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ার কথা জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘আইএমএফের ঋণ চুক্তির শর্ত ছিল ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া। সংস্থাটির পক্ষ থেকে এর আগে এ বিষয়ে তাগাদা দেয়া হলেও আমরা বলেছি, আমাদের অর্থনৈতিক পরিবেশ ও সামগ্রিক স্থিতিশীলতা পর্যাপ্ত হয়নি। বিনিময় হার বাজারের ওপর পুরোপুরি ছেড়ে দিতে আমরা প্রস্তুত নই। কিন্তু এখন মনে করছি, আমাদের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক স্থিতিশীল হয়েছে। বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে আমরা প্রস্তুত।’

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান গভর্নর। তিনি বলেন, ‘দেশের রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় প্রবৃদ্ধির ধারায় রয়েছে। সরকারের চলতি হিসাব ও ব্যালান্স অব পেমেন্ট আগের চেয়ে ভালো। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বেড়ে ঝুঁকিমুক্ত অবস্থানে উঠেছে। গত নয় মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে কোনো ডলার বিক্রি করেনি। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় আগামী ১০ মাসেও বিক্রি করতে হবে না। আমি মনে করি, এ সিদ্ধান্ত সঠিক। বর্তমান বাজার আমাদের সমর্থন করবে। কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই গত নয় মাসে যেভাবে ডলারের বাজার স্থিতিশীল ছিল, আগামীতেও কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই বাজার স্থিতিশীল থাকবে।’

কোনো কারণে বাজার অস্থিতিশীল হলে সেটি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগও নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ প্রসঙ্গে গভর্নর বলেছেন, ‘আমরা ৫০ কোটি ডলারের একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছি। প্রয়োজন হলে এ তহবিল থেকে ডলার বিক্রি করে বাজার স্থিতিশীল রাখা হবে।’

দেশের ডলারের বাজারে অস্থিরতা চলছে প্রায় চার বছর ধরে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের জানুয়ারিতেও দেশে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৫ টাকা। এর পর থেকেই ডলারের বাজারে অস্থিরতা চরমে ওঠে। মাত্র এক বছর পর ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি প্রতি ডলারের বিনিময় হার ১০৩ টাকায় ঠেকে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি ডলারের দর উঠে যায় ১১০ টাকায়। জুনে এসে বিনিময় হার নির্ধারণে ক্রলিং পেগ নীতি গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তখন এক ধাক্কায় প্রতি ডলারের বিনিময় হার ১১৮ টাকায় ঠেকে। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি বিনিময় হার আরো বেড়ে ১২০ টাকায় স্থির হয়। আর সর্বশেষ গতকাল (১৪ মে) ব্যাংক খাতে প্রতি ডলারের দর ছিল ১২২ টাকা।

এদিকে বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ার ঘোষণায় ব্যাংক খাতের পাশাপাশি কার্ব মার্কেটে (খুচরা বাজার) গতকাল ডলারের দর কিছুটা বেড়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বেলা ২টার পর এ ঘোষণা আসায় অবশ্য খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এ ঘোষণার ফল পেতে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গতকালের ঘোষণার পর

কার্ব মার্কেটে প্রতি ডলারের দর ১২৫ টাকা ৫০ পয়সা থেকে বেড়ে ১২৬ টাকা পর্যন্ত ওঠে। আর ব্যাংক খাতে ডলারের দর বেড়েছে ২০-৩০ পয়সা। ব্যাংকগুলো গতকাল রেমিট্যান্স সংগ্রহে প্রতি ডলার ১২২ টাকা ৬০ পয়সা পর্যন্ত পরিশোধ করেছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'আমাদের প্রধান উন্নয়ন সহযোগী হলো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আইএফসি, এডিবি, এআইআইবি ও জাইকা। এসব সংস্থা আমাদের বলেছে, আইএমএফ থেকে ঋণের কিস্তি প্রাপ্তির চিঠি পাওয়ার পরপরই তারা তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় করবে। আমরা মনে করি, জুনের মধ্যেই সব উন্নয়ন সহযোগীর ঋণ ছাড় হয়ে যাবে। সে হিসাবে আগামী মাসেই আমরা ৩৫০ কোটি ডলার সহায়তা পাচ্ছি। এ অর্থ যোগ হলে রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি চলে যাবে।'

বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ার পর ডলারের মূল্য কত হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে গভর্নর চালের বাজারের উদাহরণ টানেন। তিনি বলেন, 'মানুষ বাজার থেকে যে দরে চাল কিনছে সেটি কেউ নির্ধারণ করে দেয়নি। কোনো বিক্রেতা চাইলেই চালের কেজি ১৮০ টাকায় বিক্রি করতে পারছে না। আপনারা ৮০ টাকা দরেই চাল কিনতে পারছেন। চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতেই চালের দাম নির্ধারণ হচ্ছে। ডলারের বিনিময় হারও সেভাবে নির্ধারিত হবে। বাজার বাজারের মতোই চলবে। কেউ চাইলেই ডলারের দাম অনেক বেশি দাবি করতে পারবে না। আমরা মনে করছি, উন্মুক্ত করে দেয়ার পরও ডলারের বিনিময় হার বিদ্যমান দরের আশপাশে থাকবে।'

দেশের রেমিট্যান্সের বাজার এখন এগ্রিগেটর বা বড় কিছু এক্সচেঞ্জ হাউজ নিয়ন্ত্রণ করছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশের ছোট এক্সচেঞ্জ হাউজের সংগৃহীত রেমিট্যান্স এগ্রিগেটররা কিনে নেয়। এরপর বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ডলারের দর নিয়ে দরকষাকষি করছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গভর্নর বলেন, 'বাংলাদেশের বিনিময় হার এ দেশের মাটিতেই ঠিক হবে। দেশের আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারই সেটি নির্ধারণ করবে। দুবাই বসে কেউ বিনিময় হার নির্ধারণ করলেই সেটি মানা হবে না। এগ্রিগেটরদের দরকষাকষির কিছু ক্ষমতা আছে। তবে সেটি সর্বোচ্চ পাঁচ-সাতদিন। কারণ প্রবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত রেমিট্যান্স বাংলাদেশে পাঠাতেই হবে। অযৌক্তিক দরে এগ্রিগেটরের কাছ থেকে ডলার কেনার দরকার নেই। আমরা চাই ব্যাংকগুলো নিজেদের মধ্যেই ডলার বেচাকেনা করুক। আন্তঃব্যাক ডলারের বাজার সচল হোক।'

এর আগে আইএমএফের সঙ্গে বৈঠকের পর অর্থ উপদেষ্টা ও গভর্নর একাধিকবার বলেছিলেন, সংস্থাটির ঋণের কিস্তি না পেলেও বাংলাদেশের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন কোন প্রেক্ষাপটে আইএমএফের সব শর্ত মেনে নেয়া হচ্ছে—এমন প্রশ্নের জবাবে গভর্নর বলেন, 'এতদিন আমরা কাছাকাছি হাঁটছিলাম। কিন্তু হ্যান্ডশেক করার জন্য হাতের ওপর হাত রাখিনি। এখন সব বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার পর একমত হয়েছি এবং বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। অপরিপক্ব কোনো ঘোষণা আমরা দিইনি। আমি এখনো বলছি, আইএমএফের ঋণের কিস্তি না পেলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় কোনো ক্ষতি হবে না।'

দেশের ব্যাংক খাতের সংস্কার, খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক রেজল্যুশনসহ নানা বিষয়েও কথা বলেন গভর্নর। তিনি বলেন, 'আমরা ১৪টি ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দিয়েছি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হলো ব্যাংকগুলোর গভর্ন্যান্স ঠিক করা। আগে এ ব্যাংকগুলোর যে পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা ছিল তারা গভর্ন্যান্সের বিষয়ে আন্তরিক ছিল না। আমরা খেলাপি ঋণ গণনায় আন্তর্জাতিক চর্চায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি। এতদিন খেলাপি ঋণ কার্পেটের নিচে চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। এখন প্রকাশ হচ্ছে তাই খেলাপি ঋণের পরিমাণও বাড়ছে। ব্যাংকগুলোকে আমরা বলেছি, খেলাপি ঋণের বিপরীতে শতভাগ সঞ্চিতি সংরক্ষণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যাংক ১ পয়সার ডিভিডেন্ডও ঘোষণা করতে পারবে না।'

আগামীতে কোনো ব্যাংকের পর্ষদ উল্টাপাল্টা কাজ করলে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করেন গভর্নর। তিনি বলেন, 'অনিয়ম ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যাংকের পর্ষদ ভেঙে দেব। সরকার ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ জারি করেছে। এ আইনে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনেক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমরা দুর্বল ব্যাংককে সাময়িক সময়ের জন্য সরকারের মালিকানায় নিয়ে আসব। মালিকদের স্বার্থ রক্ষা নয়, বরং আমানতকারীদের স্বার্থেই এটি করা হবে।'

আমানতকারীদের ভয়ের কোনো কারণ নেই—এ বিষয়ে আশ্বস্ত করে গভর্নর বলেন, 'আমানতকারীদের স্বার্থ আমরা অক্ষুণ্ন রাখব। আমানতকারীদের কোনো ভয়ের কারণ নেই, বাংলাদেশ ব্যাংক আপনাদের সঙ্গে আছে। আমরা দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল করব। এতে আমানতকারীদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। কোনো আমানতকারী টাকা হারাবেন না। আপনারা যে ব্যাংকে আমানত রেখেছেন, আপাতত সেখানেই রাখুন। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।'

বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়াকে অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বিনিময় হার ইস্যুতে আইএমএফ ঋণের কিস্তি স্থগিত করলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা যেত। অর্থের পরিমাণের চেয়েও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এখন আইএমএফ ঋণের কিস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য ভালো সংবাদ।'

সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, 'চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ বেশ ভালো। রফতানি খাতও প্রবৃদ্ধির ধারায় আছে। ঈদুল আজহা উপলক্ষে চলতি মাসে রেমিট্যান্স অনেক বেশি আসবে। বাজারে ডলারের চাহিদা ও জোগানের পরিস্থিতিও স্থিতিশীল। এ রকম একটি সময়ে বিনিময় হার উন্মুক্ত করে দেয়ায় বাজার অস্থির হওয়ার সুযোগ খুবই কম।'

বণিকবার্তা
তথ্যেই অগ্রগতি

বিশ্ববাজারে অধিকাংশ পণ্যের দাম নিম্নমুখী, বাংলাদেশে কমবে কি

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে ২০২২ সালের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকাংশ পণ্যের দাম বাড়ে। জ্বালানি, খাদ্যশস্য, শিল্প কাঁচামাল ও সারের মতো অতিগুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে বিপাকে পড়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে ২০২২ সালের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকাংশ পণ্যের দাম বাড়ে। জ্বালানি, খাদ্যশস্য, শিল্প কাঁচামাল ও সারের মতো অতিগুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে বিপাকে পড়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। তবে পরের বছর থেকেই পণ্যের দাম কিছুটা কমতে শুরু করে। সাম্প্রতিক সময়ে তা আরো নিম্নমুখী। এদিকে বেশির ভাগ পণ্যই আমদানিনির্ভর হওয়ায় বৈশ্বিক বাজারে দামে ওঠা-নামা বাংলাদেশের বাজারকেও প্রভাবিত করে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়লে দেশে যত দ্রুত পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়, কমার বেলায় সেটি দেখা যায় না।

বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুসারে, গত এপ্রিলেও বিশ্ববাজারে অধিকাংশ পণ্যের দাম ছিল পড়তির দিকে। বৈশ্বিক পণ্যবাজার নিয়ে সম্প্রতি সংস্থাটি ‘কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, আগামী দুই বছর নিম্নমুখী থাকতে পারে বৈশ্বিক পণ্যবাজার। আর চলতি বছর গড় দাম কমতে পারে প্রায় ১২ শতাংশ। ২০২৬ সালে আরো ৫ শতাংশ কমার সম্ভাবনা রয়েছে, যা হবে ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এ হারে দাম কমতে থাকলে তা মূল্যস্ফীতি সমন্বয়ের পর দেখা যাবে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের গড় স্তরের চেয়েও নিচে নেমে গেছে দাম। আর কভিড-১৯ মহামারীর পর এটাই হবে প্রথমবারের মতো এত বড় পতন। দাম কমার পেছনে কারণ হিসেবে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে দুর্বল প্রবৃদ্ধিসহ জ্বালানি তেলের অতিরিক্ত সরবরাহ প্রভাব রাখছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে মূল্যহ্রাসের এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বাজারেও কি কমবে পণ্যের দাম?

বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুসারে, গত এপ্রিলে আগের মাসের তুলনায় বৈশ্বিক পণ্যবাজারে ক্রুড অয়েল, এলএনজি, পাম অয়েল, গম, চাল, চিনি ও ইউরিয়া সারের দাম নিম্নমুখী ছিল। এর মধ্যে এক মাসের ব্যবধানে ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৭০ দশমিক ৭০ থেকে কমে ৬৫ দশমিক ৯০ ডলারে নামে। সংস্থাটির প্রক্ষেপণ বলছে, জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার আদর্শ ব্রেন্টের গড় দাম চলতি বছর ব্যারেলপ্রতি ৬৪ ডলার ও আগামী বছর ৬০ ডলারে দাঁড়াতে পারে। জ্বালানি তেলের পাশাপাশি এলএনজির দামও বর্তমানে নিম্নমুখী। গত মার্চের তুলনায় এপ্রিলে প্রতি এমএমবিটিইউ (মেট্রিক মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট) এলএনজির দাম ১২ দশমিক ৫৫ থেকে কমে ১২ দশমিক ৪৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে পাম অয়েলের দাম টনপ্রতি ১ হাজার ৬৮ থেকে কমে ৯৯৪ ডলার হয়েছে। অবশ্য এ সময়ে সয়াবিন তেলের দাম টনপ্রতি ১ হাজার ১১ থেকে বেড়ে ১ হাজার ১১৬ ডলার হয়েছে।

বৈশ্বিক বাজারে গমের দাম গত মার্চের তুলনায় এপ্রিলে কমেছে। এর মধ্যে এইচআরডব্লিউ গমের দাম টনপ্রতি ২৫৫ দশমিক ৪০ থেকে ২৪৯ দশমিক ৬০ ডলার এবং এসআরডব্লিউ গমের দাম টনপ্রতি ২২৭ দশমিক ৫০ থেকে কমে ২১৯ দশমিক ৬০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। চিনির দাম প্রতি কেজি ৪২ থেকে কমে হয়েছে ৪০ সেন্ট। তুলার দাম কিছুটা বেড়ে ১ দশমিক ৭১ থেকে ১ দশমিক ৭৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ সময় বৈশ্বিক বাজারে ইউরিয়া সারের দাম টনপ্রতি ৩৯৪ দশমিক ৫০ থেকে কমে হয়েছে ৩৮৬ দশমিক ৯০ ডলার। তবে ডিএপি, ফসফেট রক, পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও টিএসপি সারের দাম কিছুটা বেড়েছে।

সম্প্রতি বিশ্ববাজারে যেসব পণ্যের দাম নিম্নমুখী, এর মধ্যে বেশকিছু বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান আমদানি পণ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে ১১৮ কোটি ডলারের গম, ২০৬ কোটি ডলারের ভোজ্যতেল, ৮৬ কোটি ডলারের চিনি, ৪০৯ কোটি ডলারের জ্বালানি পণ্য, ২৬২ কোটি ডলারের তুলা, ২২৫ কোটি ডলারের সার আমদানি করা হয়েছে।

দেশের ব্যবসায়ীরা বলছেন, ২০২৪ সালের শেষার্ধে দেশে বড় রকমের একটি বন্যার পর উল্লেখযোগ্য কোনো বিরূপ আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়নি বাংলাদেশ। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে দেশে ঘূর্ণিঝড় কিংবা অতিবৃষ্টির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফলে এ সময়ের উৎপাদিত খাদ্যশস্য উৎপাদন স্থিতিশীল ছিল। আবার অনুকূল আবহাওয়ার কারণে উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হওয়ার ঘটনাও ঘটেনি। বিশ্ববাজারে এলএনজি, ক্রুড অয়েলসহ দেশে আমদানি হয় এমন সারের দাম

কমতে থাকায় খাদ্যপণ্যের প্রক্রিয়াজাত, কৃষি ও উৎপাদন খাতেও তার প্রভাব পড়বে। দেশীয় পরিবেশগত সুবিধার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় দেশের খাদ্যশস্যের বাজার আরো এক ধাপ স্থিতিশীলতায় আসতে পারে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

জানতে চাইলে খাদ্যশস্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিএসএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল বশর চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিগত কয়েক বছর বিশ্ব পণ্যবাজার ছিল অস্থিতিশীল। বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ খাদ্যশস্য, জ্বালানিসহ বিভিন্ন পণ্যের দামকে ঊর্ধ্বমুখী করেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের পর রাশিয়া-ইউক্রেনের সংঘাত কমে আসার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধবিরতিসহ নানা উদ্যোগের ফলে পণ্যবাজারে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।' এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের ভোগ্যপণ্যসহ বিভিন্ন আমদানিনির্ভর পণ্যের দাম আরো বেশি স্থিতিশীলতায় ফিরবে বলে আশা করছেন এ ব্যবসায়ী।

আমদানিকারকরা জানিয়েছেন, বিগত এক বছর বিশ্ববাজারের পাশাপাশি দেশীয় নানা সংকটে চালের বাজার টানা ঊর্ধ্বমুখী ছিল। বর্তমানে পণ্যটির দাম কমতে শুরু করেছে। সরকার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত আমদানির সুযোগ তৈরির পাশাপাশি ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেয়ায় বাজারে এর প্রভাব পড়েছে। এক মাস আগে সয়াবিনসহ পাম অয়েলের দাম বাড়ালেও বিশ্ববাজারে পাম অয়েলের দাম এক মাসের ব্যবধানে কমেছে টনপ্রতি প্রায় ৭০ ডলার। একইভাবে গমের দাম কমেছে টনপ্রতি ৬-৮ ডলার। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগের ফলে ফিউচার মার্কেটেও গমের দামে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে রিজার্ভ দিন দিন বাড়ছে। আইএমএফের ঋণ কিস্তি ছাড়ের ঘোষণার পাশাপাশি ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়াসহ আমদানিতে নানামুখী সংকোচনমূলক শর্ত সরকার একে একে তুলে নিচ্ছে। সে কারণে ব্যবসায়ীরাও বৈশ্বিক দাম কমে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে আমদানির পরিমাণ বাড়ানোর দিকে হাঁটছে। ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা, ডলারের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে পণ্য আমদানি প্রক্রিয়া আরো বেশি সহজতর হবে। এতে দেশের বিদ্যমান ঘাটতি কমে পণ্যবাজারের সরবরাহ সংকট কমে বাজার আরো বেশি স্থিতিশীল হবে বলে মনে করছেন তারা।

দেশে ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক মাস আগে ভোজ্যতেলের দাম বাড়ানো হলেও বৈশ্বিক বুকিং কমতে থাকায় পাইকারি বাজারে খোলা ভোজ্যতেলের দাম নিম্নমুখী। বর্তমানে মণপ্রতি (৩৭ দশমিক ৩২ কেজি) পাম অয়েল লেনদেন হচ্ছে ৫ হাজার ৭০০ টাকা (সরবরাহ অর্ডার) দামে। এছাড়া খোলা সয়াবিনের দাম মণপ্রতি ৫০-৬০ টাকা কমে লেনদেন হচ্ছে ৬ হাজার ১৭০ থেকে ৬ হাজার ১৮০ টাকায়। এছাড়া চিনির দাম মণপ্রতি ১০০ টাকা কমে ৩ হাজার ৭৫০ থেকে ৩ হাজার ৮০০ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। গমের দাম কমে এখন মণপ্রতি লেনদেন হচ্ছে ১ হাজার ৩২০ থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকার মধ্যে।

বণিক বার্তা
তথ্যই অগ্রগতি

বাংলাদেশের সঙ্গে আইএমএফের সমঝোতা

জুনে ছাড় হবে দুই কিস্তির ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার

মিশন শেষ হওয়ার প্রায় এক মাস পর অবশেষে শর্তপূরণ সাপেক্ষে ঋণের কিস্তিছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।

মিশন শেষ হওয়ার প্রায় এক মাস পর অবশেষে শর্তপূরণ সাপেক্ষে ঋণের কিস্তিছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটির পর্ষদে অনুমোদনের পর সামনের মাসে চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড় করা হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইএমএফের পক্ষ থেকে গতকাল পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার বিষয়টি জানানো হয়েছে।

আইএমএফের গবেষণা শাখার উন্নয়ন সামষ্টিক অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিওর নেতৃত্বে গত ৬ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত সংস্থাটির চতুর্থ রিভিউ মিশন বাংলাদেশ সফর করে। মিশনটি দুই পক্ষের মধ্যে কোনো ধরনের সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়। এর আগের চারটি মিশন শেষে কিস্তির অর্থছাড়ের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আইএমএফ মিশনের কর্মকর্তাদের সমঝোতা হয়েছিল। তবে এবারই প্রথম অর্থছাড়ের বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয় দুই পক্ষ। পরবর্তী সময়ে গত মাসে ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের বসন্তকালীন সভা চলাকালীনও বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় কোনো সমঝোতায় আসতে পারেনি আইএমএফ। এরপর সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে বেশ কয়েক দফায় ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশ নেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা। এতে শেষ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি ও মুদ্রা বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার বিষয়ে দুই পক্ষের মতপার্থক্য কমে আসে এবং সমঝোতার পথ তৈরি হয়।

দীর্ঘ এ আলোচনার বিষয়টি উল্লেখ করে আইএমএফের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুই পক্ষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে। কর রাজস্ব আহরণ ও বিনিময় হার সংস্কার বাস্তবায়ন সাপেক্ষে আইএমএফের পর্ষদে ঋণের কিস্তিছাড়ের বিষয়টি অনুমোদন পাবে।

সামষ্টিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চ্যালেঞ্জের কারণে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরো ৭৬ কোটি ২০ লাখ ডলার সহায়তার অনুরোধ জানানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে আইএমএফের বিজ্ঞপ্তিতে। এ বিষয়ে বলা হয়, এর ফলে ইসিএফ ও ইইএফের আওতায় ৪ দশমিক ১ বিলিয়ন ও আরএসএফের আওতায় ১ দশমিক ৩ বিলিয়নসহ মোট সহায়তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে। শর্তপূরণ সাপেক্ষে চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তি বাবদ বাংলাদেশ ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার পাবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে আইএমএফ বলছে, গণ-অভ্যুত্থানের প্রভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে গেছে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে এটি ৩ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। দুই অংকে পৌঁছে যাওয়া মূল্যস্ফীতি বর্তমানে কমতে শুরু করেছে এবং চলতি অর্থবছর শেষে এটি সাড়ে ৮ শতাংশে দাঁড়াবে বলেও প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখিতা বজায় রাখতে স্বল্পমেয়াদে নীতি কঠোরতা বজায় রাখার পাশাপাশি রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছে আইএমএফ। পাশাপাশি বিদ্যুতে ভর্তুকি ব্যয়ের ক্ষেত্রে লাগাম টেনে ধরার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে দুর্বল ব্যাংকগুলোর সমস্যা সমাধানে সতর্ক পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি ব্যাংক খাতের পুনর্গঠন, সম্পদের মান পর্যালোচনা, ঝুঁকিভিত্তিক নজরদারি এবং ব্যাংক পরিচালনার পদ্ধতি উন্নত করার মাধ্যমে আস্থা ফিরিয়ে আনা সহায়ক হবে বলে মনে করছে সংস্থাটি। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা ও সুশাসন সংহত করতে আইএমএফ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছে।

এদিকে আইএমএফের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আইএমএফের চতুর্থ রিভিউ সফলভাবে শেষ হয়েছে। রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর আলোচনা শেষে এ রিভিউ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির অর্থ একসঙ্গে ছাড় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর সঙ্গে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, এআইআইবি, জাপান, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে আরো প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তা জুনের মধ্যে বাংলাদেশ প্রত্যাশা করছে। উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে এ অর্থপ্রাপ্তির ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরো শক্তিশালী হবে, যা মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

প্রথম আলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত

ডলারের দাম বাজারের হাতে, থাকবে নজরদারি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে দীর্ঘ দর-কষাকষির পর মার্কিন ডলারের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ডলার কেনা ও বেচার ক্ষেত্রে দাম কী হবে, তা ব্যাংক ও গ্রাহকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ডলারের দাম আরও বাজারভিত্তিক হবে, সঙ্গে থাকবে জোরদার তদারকি। আইএমএফের ঋণের শর্তপূরণের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যদিও এ পদ্ধতি পুরোপুরি বাজারভিত্তিক হবে কি না, তা নিয়ে এখনো প্রশ্ন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ডলারের দাম যাতে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে না যায়, সে জন্য কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে। পাশাপাশি অতি জরুরি প্রয়োজনে ডলারের চাহিদা মেটাতে রিজার্ভ থেকে ৫০ কোটি ডলার দিয়ে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে ভার্চুয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর গতকাল বুধবার এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, ‘সামগ্রিক অর্থনীতি স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং আমরা এ সময়ের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আইএমএফের সঙ্গে সময়টা নিয়েই একরকম দর-কষাকষি হয়। গত কয়েক মাসে বিনিময় হারে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো হস্তক্ষেপও করেনি। এমনকি কোনো ডলার বিক্রি করিনি। বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই আমরা বাজার থেকে ডলার কিনে রিজার্ভ বাড়িয়েছি। সরকারের ব্যয় সংকোচন এবং প্রবাসী আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।’

সংবাদ সম্মেলনে দাম নির্ধারণের বিষয়ে গভর্নর স্পষ্ট করে বলেন, ‘বাজারভিত্তিক মানে এই নয় যে ডলার যেকোনো দামে কেনাবেচা হবে। আমাদের সরবরাহ পরিস্থিতি এবং পূর্বাভাস অনুযায়ী যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করতে হবে। বড় ধরনের প্রয়োজন দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সহায়তা করবে। ডলারের বাজারে কোনো সিন্ডিকেট বরদাশত করা হবে না। ডলারের দাম দুবাইয়ে নয়, দেশেই নির্ধারিত হবে।’

গভর্নরের এ ঘোষণার পরপরই বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে দিনে দুবার ডলারের দামের তথ্য দিতে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কেনা ও বিক্রির মধ্যে এক টাকা পর্যন্ত ব্যবধানের বিষয়টি বাতিল করা হয়েছে। ফলে কেনা ও বিক্রির দামের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক কোনো নির্দেশনা থাকল না। পাশাপাশি গতকাল থেকেই ব্যাংকগুলোতে কর্মকর্তাদের পাঠিয়ে তদারকি শুরু হয়েছে। ব্যাংকগুলো গতকাল ১২২ টাকা ৭০ পয়সা দামে প্রবাসী আয় কিনেছে। বিক্রি করেছে ১২৩ টাকা ৫০ পয়সা পর্যন্ত দামে। খোলাবাজারে ডলার বিক্রি হচ্ছে ১২৪ টাকায়।

এদিকে গত রাতে আইএমএফের বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিও এক বিবৃতিতে বিনিময় হারের নমনীয়তা বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করার সুপারিশ করেছেন। নতুন বিনিময় হার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন তিনি।

যেভাবে দাম নির্ধারণ হবে

টাকা-ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, সেটি ‘ক্রলিং পেগ’ নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতি ডলারের বিপরীতে বর্তমানে ১১৯ টাকা দামের সঙ্গে ২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়তে ও কমতে পারে। এর সঙ্গে সর্বোচ্চ ১ টাকা ব্যবধানে ডলার বিক্রি করা যায়। ফলে ডলারের দাম এখন সর্বোচ্চ ১২৩ টাকার মধ্যে কেনাবেচা হওয়ার কথা। তবে এর চেয়েও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

এখন আইএমএফের ঋণের শর্ত মেটাতে আরও বাজারভিত্তিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নিয়ে গতকাল জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এখন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অনুমোদিত ব্যাংক শাখাগুলো (এডি ব্রাঞ্চ) তাদের গ্রাহক ও ডিলারদের কাছে নিজেরা আলোচনার মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারণ করতে পারবে। এডি শাখাগুলো থেকে

প্রতিদিন দুবার বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। এক লাখ ডলারের বেশি কেনাবেচার তথ্য বেলা সাড়ে ১১টার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। এ ছাড়া বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার তথ্য বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। পাশাপাশি আগের মতো বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচার তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিদিনের একটি ভিত্তি মূল্য বা রেফারেন্স প্রাইস প্রকাশ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ ভিত্তি মূল্য প্রকাশ করা হবে।

এদিকে গতকাল সকালে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের (এমডি) ডেকে বাজারভিত্তিক দামে লেনদেন করতে বলা হয়েছে। তবে এখনকার দামের সঙ্গে যেন খুব বেশি পার্থক্য না হয়, সেদিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

ব্যাংক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঈদের আগে ভালো প্রবাসী আয় আসছে। গত কয়েক মাসের ডলার ও রিজার্ভ পরিস্থিতি ভালো। এ ছাড়া লেনদেন ভারসাম্যেও উন্নতি হচ্ছে। তাই ডলারের দাম নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

জানতে চাইলে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘গত দুই মাসে ডলারের দাম নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক ভিত্তি মূল্য প্রকাশ করবে, পাশাপাশি দাম তদারকিও করবে। ব্যাংকগুলোকে বুঝেশুনে দাম ঠিক করতে হবে। এখন প্রবাসী ও রপ্তানি আয় ভালো। ফলে বাজার উন্মুক্ত হলেও দামে এখনই তেমন প্রভাব পড়বে না। দেখা যাক কত দিন এভাবে চলে। আশা করি, ডলার নিয়ে একটা স্বস্তিদায়ক সময়ের সূচনা হতে যাচ্ছে।’

ডলার ও রিজার্ভে স্বস্তি

ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ, বেনামি ঋণ, তারল্যসংকট ও অব্যবস্থাপনাসহ নানা সমস্যা থাকলেও বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় স্বস্তিতে আছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কারণ, ২০২২ সালের শুরুতে ডলারের দামে যে অস্থিরতা শুরু হয়, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তা থেমে গেছে। অর্থ পাচার কমে আসায় বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়ছে। এতে রিজার্ভও বাড়ছে। এ ছাড়া আর্থিক হিসাবের ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্তে পৌঁছেছে, কমে এসেছে চলতি হিসাবের ঘাটতি।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাড়ে ১০ মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রায় ২৫ বিলিয়ন বা আড়াই হাজার কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এর আগে দেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে। সেবার প্রবাসীরা পাঠান ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার। অন্যদিকে আন্তদেশীয় বাণিজ্য নিষ্পত্তি সংস্থা এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) বকেয়া পরিশোধের পরও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ওপরে রয়েছে। অন্যদিকে মোট রিজার্ভ রয়েছে ২৫ বিলিয়নের ওপরে।

এর মধ্যে আইএমএফের ঋণের কিস্তিসহ বিভিন্ন বিদেশি ঋণদাতা সংস্থা থেকে আগামী জুনের মধ্যে ৩৫০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ার আশা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে আইএমএফের পর্ষদে আগামী মাসে ঋণের কিস্তি পাশের সূচি রয়েছে। এর ফলে সামনে রিজার্ভ আরও বাড়বে।

আইএমএফ ঋণের ধারাবাহিকতা থাকায় ব্যাংক সংস্কারে বৈশ্বিক সমর্থন মিলছে জানিয়ে গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘আশা করি, ডলারের বিনিময় হারের বিষয়ে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা সঠিক। বাজার আমাদের সমর্থন দেবে। দাম এখনকার আশপাশে থাকবে। ডলার বাজারকে স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে সমগ্র জাতিকে ভূমিকা রাখতে হবে। ডলারের দাম নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। সবাই যে যার মতো স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যান। দেখবেন, সবকিছুই স্বাভাবিকভাবেই চলছে।’

প্রথম আলো

আজকের বিনিময় হার

আজ বুধবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে। অন্যান্য দিনের মতো আজও মার্কিন ডলারের দর অপরিবর্তিত আছে। দুই মাসের বেশি সময় ধরে দেশের মুদ্রাবাজারে ১২২ টাকায় ডলার বেচাকেনা হচ্ছে।

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ইউরো, পাউন্ড, ইউয়ান, সিঙ্গাপুরি ডলার ও অস্ট্রেলীয় ডলারের। অপরিবর্তিত আছে ভারতীয় রুপি ও জাপানি ইয়েনের দর। আজ কোনো মুদ্রার দর বাড়েনি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা–বাণিজ্যের খরচ ওঠানামা করে।

প্রথম আলো

একের পর এক ঘটনা, ভোট নিয়ে নানা আলোচনা

সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা জাতীয় রাজনীতিতে যেমন উত্তেজনা তৈরি করেছে, তেমনি নানা আলোচনার জন্মও দিয়েছে। এসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আলোচনা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে।

তবে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা মনে করেন, কোনো ঘটনাই জাতীয় নির্বাচনের মতো জনদাবিকে আড়াল করতে পারবে না। জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের ধারণাও একই রকম।

বিএনপি চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাবি করে নির্বাচনের পথনকশা চেয়ে আসছে। আর জামায়াত কিছু মৌলিক সংস্কার সম্পন্ন করে সম্ভব হলে ডিসেম্বরেই, তা না হলে আগামী বছরের শুরুর দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান চায়।

এমন সময়ে ‘করিডর’ নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপের মধ্যেই আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবি হঠাৎ তীব্রভাবে সামনে আসে।

কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে সংঘটিত কিছু ঘটনা জাতীয় রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়িয়েছে। যার রেশ এখনো রয়ে গেছে। এর মধ্যে গত এপ্রিলের শেষ দিকে রাজনীতিতে প্রধান আলোচ্য বিষয়ে হয়ে ওঠে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মিয়ানমারের রাখাইনে খাদ্যসহায়তা পাঠানোর জন্য ‘মানবিক করিডর’ দেওয়ার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ভাবনা। সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা এ-সংক্রান্ত বক্তব্যের পর রাজনৈতিক দলগুলোতে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে রাষ্ট্রব্যবস্থার নানামুখী সংস্কার প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা চলছে। এমন সময়ে ‘করিডর’ নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপের মধ্যেই আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবি হঠাৎ তীব্রভাবে সামনে আসে। গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখভাবে থাকা তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) অন্যতম নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এতে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামসহ কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক বিভিন্ন দলমতের অনুসারী নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা সমর্থন জোগান। এ দাবিতে টানা তিন দিন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবন ‘যমুনা’ ঘিরে অবস্থান, অবরোধ ও গণজমায়েতের কর্মসূচির মধ্যে সরকার আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করার ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নির্বিচার গুলি করে মানুষ হত্যার দায়ে শেখ হাসিনা, তাঁর সরকারের মন্ত্রী ও নেতাদের পাশাপাশি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

কিছু মানুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দাবি থাকবেই। স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্য মানুষের ভোটাধিকার তো আটকে থাকবে না

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত সপ্তাহের তিন দিনের এই আন্দোলন রাজনৈতিক মহলে নতুন ভাবনার উদ্রেক করেছে। আবার গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃস্থানীয় তরুণদের মধ্যে বিভক্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর

ডাকে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামপন্থী দল ও সংগঠনগুলো এক জায়গায় এসেছে। এটাকে রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিরা আগামী নির্বাচন ও ভবিষ্যতের রাজনীতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা মনে করছেন।

এনসিপির ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র বলছে, গাজীপুরে হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর হামলার কয়েক দিনের মাথায় আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে হাসনাত আন্দোলনের ডাক দেন। এতে এনসিপির নেতৃত্বে শুরুতে দ্বিধা ছিল। পরে সবাই একসঙ্গে রাস্তায় নেমে ভূমিকা রাখলেও কৃতিত্ব যায় হাসনাতের অনুকূলে।

তবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার মতো বিষয়গুলো সামনে আসায় নির্বাচনের বিষয়টি আলোচনার বাইরে চলে যাচ্ছে, এমনটা মনে করেন না এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপি উল্টো অতি দ্রুত নির্বাচনকে বেশি ফোকাস করে বর্তমান জাতীয় স্বার্থ বা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে শক্ত ভূমিকা রাখছে না। এনসিপির দিক থেকে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ও রাষ্ট্রপতির অপসারণের মতো দাবিগুলো নির্বাচন পেছানোর জন্য তোলা হয়নি। এগুলো তোলা হয়েছে জাতীয় স্বার্থে।

এনসিপির ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র বলছে, গাজীপুরে হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর হামলার কয়েক দিনের মাথায় আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে হাসনাত আন্দোলনের ডাক দেন। এতে এনসিপির নেতৃত্বে শুরুতে দ্বিধা ছিল। পরে সবাই একসঙ্গে রাস্তায় নেমে ভূমিকা রাখলেও কৃতিত্ব যায় হাসনাতের অনুকূলে। এতে ভেতরে-ভেতরে এনসিপির শীর্ষ নেতৃত্বে অস্বস্তি ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। যদিও এনসিপি শুরু থেকেই ফ্যাসিবাদী দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি করে আসছিল।

অবশ্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘এর জন্য তো (আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করতে) অবরোধ করার দরকার নেই। বিএনপি লিখিতভাবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে। আমরা মনে করি, বিচারের মাধ্যমে এর সমাধান হবে।’

এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে জাতীয় সংগীতের অবমাননার প্রতিবাদে ‘সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত’ নামে একটি কর্মসূচি হয়, যেখানে এনসিপির ছাত্রসংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন অংশ নেয়।

এ দিকে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণার পর উদ্‌যাপনের মধ্যেই সামনে আসে শাহবাগের গণজমায়েতের কর্মসূচিতে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের কর্মী-সমর্থকদের বিতর্কিত স্লোগান এবং জাতীয় সংগীত গাইতে বাধা দেওয়ার ঘটনা। এর রেশ ধরে সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম একাত্তরের গণহত্যার সহযোগীদের ক্ষমতা চাইতে হবে বলে নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট দেন। যিনি ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের বিতর্কিত ভূমিকার ইঙ্গিত করে মাহফুজ আলম ওই পোস্ট দেন বলে মনে করা হয়। কারণ, তাঁর ওই পোস্টের পর এনসিপি এবং জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের একটি অংশ পাল্টাপাল্টি প্রচারণা শুরু করে, যা এখনো চলছে।

একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। আমরা মনে করি, কিছু বিষয়ে সংস্কার নির্বাচনের আগে জরুরি।

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে জাতীয় সংগীতের অবমাননার প্রতিবাদে ‘সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত’ নামে একটি কর্মসূচি হয়, যেখানে এনসিপির ছাত্রসংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন অংশ নেয়। এ বিষয়ে আরও কর্মসূচি হওয়ার কথা রয়েছে। এ ধরনের নতুন নতুন ঘটনা ও বিতর্ক জাতীয় নির্বাচনকে অনিশ্চয়তায় ফেলার চেষ্টা কি না, রাজনৈতিক মহলে সন্দেহের উদ্রেক করছে।

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের প্রথম আলোকে বলেন, ‘একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। আমরা মনে করি, কিছু বিষয়ে সংস্কার নির্বাচনের আগে জরুরি। রাজনৈতিক অংশীজনদের মৌলিক যে দাবিগুলো আছে, বর্তমান সরকার সেগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সংস্কার করবেন এবং আগামী বছরের শুরুতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। অন্যথায় দেশে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে।’

এই মুহূর্তে বিএনপির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে নির্বাচন। এই লক্ষ্যে দলটি একদিকে নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে; অন্যদিকে তরুণদের লক্ষ্য করে বিভাগীয় পর্যায়ে ‘তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার’ সমাবেশ শুরু করেছে। বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা এখন নির্বাচন ছাড়া নতুন-পুরোনো কোনো ইস্যুকেই ধর্তব্যে আনতে চাইছেন না। বিএনপির নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, কিছু মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবি থাকবেই। স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির জন্য মানুষের ভোটাধিকার তো আটকে থাকবে না। তাঁর মতে, বিগত ১৫ বছর শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মালিক ছিলেন। এখন বাংলাদেশের মানুষ নতুন কোনো মালিক দেখতে চায় না। অনেকের অনেক দাবি আছে, তাদের দাবিগুলো নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে। নির্বাচনই এর সমাধান।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com

যুক্ত হচ্ছে আগাম অবসর ও অক্ষমতাজনিত সুবিধা

সর্বজনীন পেনশনে বড় সংস্কার

মিজান চৌধুরী

গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াতে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে বড় ধরনের সংস্কার আনা হচ্ছে। এর আওতায় 'স্বেচ্ছায় আগাম অবসর পেনশন' ও 'অক্ষমতাজনিত পেনশন' নামে দুটি নতুন সুবিধা যুক্ত হবে। এছাড়া মেয়াদ শেষে জমাকৃত অর্থের ৩০ শতাংশ আনুতোষিক সুবিধার বিধান চালু হচ্ছে। অর্থাৎ মোট জমার ৩০ ভাগ টাকা তুলে নিতে পারবেন পেনশনারভোগী। আর ১০ বছর স্কিমের চাঁদা দেওয়ার পর অগ্রিম অফেরতযোগ্য ২০ শতাংশ টাকা গ্রহণ করা যাবে। মাঠ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে ডিজিটাল মার্কেটিংসহ আউটসোর্সিংয়ে নিয়োজিত জনবলকে স্কিমের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

বুধবার অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের' পরিচালনা পর্ষদ বৈঠকে এসব সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে 'স্বেচ্ছায় আগাম অবসর পেনশন' এবং 'অক্ষমতাজনিত পেনশন' আরও পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষকে। ওই বৈঠকে

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

সর্বজনীন পেনশনে বড় সংস্কার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সর্বজনীন পেনশনের যে চারটি স্কিম আছে, এর মধ্যে প্রবাসী ও প্রগতি স্কিমের চাঁদার হার প্রতি মাসে দুই হাজার থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রগতি পেনশন স্কিমের একাংশে বেসরকারি খাতের কর্মকর্তাদের (যাদের গড় মাসিক আয় তুলনামূলক বেশি) জন্য মাসিক সর্বোচ্চ জমার অঙ্ক ১৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগে ছিল ১০ হাজার টাকা। এছাড়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ইসলামিক ভার্সন ও মোবাইলভিত্তিক অ্যাপ চালু করা হবে। এই অ্যাপ ব্যবহার করে চাঁদা জমা দেওয়াসহ পেনশন স্কিমের সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রগতি স্কিমের আওতায় আনতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া বিদ্যমান স্কিমগুলো আরও আর্কষণীয় করতে স্বাস্থ্যবিমা চালু এবং ট্রেজারি বিল ও বন্ডের বাইরে পেনশনের টাকা অন্য খাতে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়। বর্তমান পেনশনের টাকা ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ হচ্ছে। ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পেনশনের টাকা বিনিয়োগ থেকে মুনাফা এসেছে ২ কোটি ১২ লাখ টাকা। নতুন খাতে বিনিয়োগের জন্য সর্বজনীন পেনশন তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) সংশোধনের বিষয় আলোচনায় উঠে আসে। তবে সেখানে বলা হয়েছে, যখন ভিন্ন খাতে পেনশনের অর্থ বিনিয়োগ করা হবে, ওই সময় সংশোধনী আনা হবে।

সূত্র আরও জানায়, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষকে আরও শক্তিশালী করতে ৫৭টি পদে জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) অর্থায়নে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ একটি প্রকল্প নিয়েছে, যা ২০২৬ সালের জুন থেকে শুরু হবে বলে বৈঠকে জানানো হয়। সেখানে আরও বলা হয়, ইতোমধ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব (পিডিপিপি) অনুমোদন হয়েছে এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য সমীক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন শুরু হয়েছে। জানতে চাইলে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) মো. গোলাম মোস্তফা বুধবার যুগান্তরকে জানান, স্বেচ্ছায় আগামী অবসর পেনশন ও অক্ষমতাজনিত পেনশন সুবিধা চালুর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে আরও পর্যালোচনা করা হবে। আগামী দিনে এ দুটি স্কিম ছাড়াও সংস্কারের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশনের আওতায় নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হবে। এটি চলমান প্রক্রিয়া, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এভাবেই করছে।

স্বেচ্ছায় আগাম অবসর পেনশন : পেনশনপ্রাপ্তির জন্য বর্তমান বয়সসীমা হচ্ছে ৬০ বছর। কিন্তু এ সময়ের আগে যেসব ব্যক্তি অস্থায়ী চাকরি করছে বা ৬০ বছরের আগে চাকরি থাকার সম্ভাবনা কম অর্থাৎ যে কোনো সময় চাকরি হারাতে পারেন—এমন ব্যক্তিরা পেনশনের চাঁদা পরিশোধ এবং সর্বজনীন পেনশনে যুক্ত হতে আগ্রহী নন। এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, কেউ যদি চাকরি হারান অথবা কর্মহীন হয়ে পড়েন—সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বয়স ৪০ বছর হলেই পেনশন পাবেন। তবে শর্ত হচ্ছে—ন্যূনতম ১০ বছর বা মোট ১২০টি পেনশন স্কিমে চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য, বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী, পেনশন পাওয়ার জন্য ৬০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

ওই বৈঠকে আলোচনায় পোশাকশিল্পের ৭৩ শতাংশ শ্রমিকের চাকরি অস্থায়ী। যে কোনো সময় চাকরি হারানোর ঝুঁকি থাকায় তারা পেনশন স্কিমে আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ফলে তাদের পেনশন পাওয়ার বয়সসীমা কমিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়।

অক্ষমতাজনিত পেনশন : পেনশন স্কিমে যুক্ত হওয়ার ১০ বছর অথবা মোট ১২০টি মাসিক চাঁদা প্রদানের পর কোনো চাঁদাদাতা দুর্ঘটনা বা গুরুতর অসুস্থজনিত কারণে শারীরিক অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে নির্ধারিত সময়ের আগেই পেনশন সুবিধা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে শারীরিকভাবে অক্ষমতা মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ থাকতে হবে, তবেই পেনশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে মাসিক পেনশনের পরিমাণ চাঁদাদাতার মোট জমাকৃত অর্থের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।

পেনশনারদের এককালীন আনুতোষিক প্রদান : নিয়মিত মাসিক চাঁদা দেওয়ার পর পেনশনযোগ্য বয়স অর্থাৎ ৬০ বছরে পা রাখলে সংশ্লিষ্ট পেনশনার আগ্রহী হলে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হবে। সেক্ষেত্রে আনুতোষিক অর্থ তুলে নেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পেনশনারকে মাসিক পেনশনের টাকা দেওয়া হবে। তবে কোনো চাঁদাদাতা আনুতোষিক নিতে আগ্রহী না হলে জমাকৃত পুরো অর্থের ওপর মাসিক পেনশন পাবেন।

২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট সর্বজনীন পেনশন স্কিম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেও চাঁদার বিপরীতে সুদহার ব্যাংকের আমানতের সুদহারের চেয়ে কম হওয়া এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় নিবাসী ও অনিবাসীদের এসব স্কিমে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আগ্রহী করা যায়নি। সোমবার পর্যন্ত প্রবাস স্কিমে যুক্ত হয়েছেন ৯৭২ জন। সরকার এ কর্মসূচি জনপ্রিয় করতে প্রচার-প্রচারণার বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও তা সফলতার মুখ দেখছে না। সর্বজনীন পেনশন স্কিম কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, সোমবার পর্যন্ত স্কিমগুলোয় মোট রেজিস্ট্রেশন করেছেন ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৭৪১ জন। মোট টাকা আদায় হয়েছে ১৭৬ কোটি ৬৬ লাখ ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা। এর মধ্যে প্রগতি স্কিমে যুক্ত হয়েছেন ২৩ হাজার ১১০ জন, সুরক্ষায় ৬৩ হাজার ৫০৮ জন, সমতায় ২ লাখ ৮৬ হাজার ১৫১ জন।

জমা অর্থের ২০ শতাংশ এককালীন উত্তোলন : পেনশন স্কিমে ১০ বছর বা ১২০টি কিস্তির টাকা পরিশোধের পর বিশেষ প্রয়োজনে জমা অর্থের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে প্রদান করার বিধান থাকছে। অর্থাৎ ৪০ বছরে এসে কেউ স্থায়ীভাবে চাকরি হারালে বা কর্মহীন হয়ে পড়লে সেসময় কোনো আয়বর্ধক কাজের জন্য ওই টাকা তুলে নিতে পারবেন। এই অর্থ আর ফেরত দিতে হবে না। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট অর্থের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পেনশনারকে মাসিক পেনশনের টাকা দেওয়া হবে।

সত্যের সন্ধানে নিরীক
যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com

এইচএসবিসির আলোচনা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমেই বাড়ছে ডিজিটালাইজেশন

■ শিল্প ও বাণিজ্য ডেস্ক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমাগত প্রসার ঘটছে ডিজিটালাইজেশনের। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে ব্যাংকের ডিজিটাল ট্রেড ফাইন্যান্স সলিউশনসহ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী সমাধানগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে 'এইচএসবিসি ট্রেড ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড এফএক্স ট্রেন্ডস আপডেট' শীর্ষক আলোচনায় বক্তারা একথা বলেন। দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে ট্রেড-পে, এইচটিএসসহ এইচএসবিসির বিভিন্ন উদ্ভাবনী সমাধান কীভাবে আধুনিক ব্যবসার ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলো পূরণ করতে সক্ষম তা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে বলা হয়, ব্যবসা পরিচালনাকে আরও দ্রুত ও সাবলীল করার লক্ষ্যে ট্রেডপে একটি ডিজিটাল ট্রেড ফাইন্যান্স সলিউশন। এর মাধ্যমে গ্রাহক সহজেই ঋণ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান করতে পারেন। এ ছাড়া এইচটিএস একটি সহজ ও বিস্তৃত ডিজিটাল ইন্টারফেস।

এইচএসবিসি বাংলাদেশের মার্কেটস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস প্রধান বাশার এম তারেক বলেন, এইচএসবিসি বিভিন্ন হেজিং সেবার মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বাজার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গ্রাহক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এইচএসবিসি বাংলাদেশের গ্লোবাল ট্রেড সলিউশনস প্রধান আহমদ রবিউল হাসান বলেন, এইচএসবিসির প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী সমাধান ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ব্যবসায় গতি সঞ্চার, কর্মদক্ষতার উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ বিশ্ববাণিজ্যকে পরিচালনা করতে সদাপ্রস্তুত।

আমার বার্তা

ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণে জোর, যৌথ অংশীদারিত্ব গঠনের আহ্বান

ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম ২০২৫ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ, বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম ২০২৫-এ বুধবার (১৪ মে) এ বক্তব্য রাখেন তিনি। ভিয়েতনামের ১৬ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল এতে অংশ নেয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

বক্তব্যে তিনি জানান, কৃষি, পর্যটন, ঔষধ, মৎস্য, আইসিটিসহ বিভিন্ন খাতে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উচ্চ ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ বাধা তা আটকে রেখেছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার পাশাপাশি পরিবহন, যোগাযোগ ও লজিস্টিকস খাত সহজতর করা গেলে অনাবিষ্কৃত খাতসমূহে উভয় দেশই উল্লেখযোগ্য সুফল পেতে পারে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খানও একই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, দুই দেশের মধ্যে লেনদেন পদ্ধতি আরও সহজ ও স্বচ্ছ করতে হবে। এতে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই গতি আসবে।

এফবিসিসিআই-এর প্রশাসক মোঃ হাফিজুর রহমান বলেন, “বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে, যার বড় একটি অংশ আজও অনাবিষ্কৃত।” তিনি অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ঢাকায় নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান কোং বলেন, যৌথ ভেঞ্চার, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে।

ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বাণিজ্য-ভিসা সহজীকরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, দুই দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হবে।

ভিয়েতনাম বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ডো ভ্যান থুং বলেন, “পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই-এর মহাসচিব মো. আলমগীর, সাবেক পরিচালক আব্দুল হক, নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ড. ফেরদৌসী রহমান, সহায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

কালের কণ্ঠ

ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণে জোর

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণসহ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি সই এবং অর্থনৈতিক অংশীদারি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং। গতকাল বুধবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম ২০২৫-এ তিনি এসব কথা বলেন। ফোরামে ভিয়েতনামের ১৬ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে, যার একটি বড় অংশই অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে।

Dhaka Mail

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বিজনেস ফোরামে ট্যারিফ বাধা দূরীকরণে জোর

‘বাংলাদেশ- ভিয়েতনাম বিজনেস ফোরাম।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ, বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

বুধবার (১৪ মে) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র (এফবিসিসিআই) আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ- ভিয়েতনাম বিজনেস ফোরাম ২০২৫’-এ তিনি এসব কথা বলেন।

ফোরামে অংশগ্রহণ করে ভিয়েতনামের ১৬ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল, যার নেতৃত্ব দেন ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

তিনি বলেন, কৃষি, পর্যটন, ফার্মাসিউটিক্যাল, মৎস্য এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উভয় দেশ একে অপরের পণ্যের ওপর উচ্চ হারে ট্যারিফ আরোপ করে রেখেছে, যা বাণিজ্য প্রবাহে বড় বাধা সৃষ্টি করছে।

ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূর করার পাশাপাশি পরিবহন, যোগাযোগ এবং লজিস্টিকস খাত সহজ করা গেলে উভয় দেশের অনাবিষ্কৃত খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব বলে তিনি মত দেন।

ডেপুটি মিনিস্টার আরও বলেন, তথ্য বিনিময় ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা প্রয়োজন।

এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খানও বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূর করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দ্বিপাক্ষিক লেনদেন পদ্ধতি সহজ হলে ব্যবসার গতি বাড়বে।

ফোরামের উদ্বোধনী বক্তব্যে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে যে বিপুল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে, তার একটি বড় অংশ এখনো অনাবিষ্কৃত।

অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

ঢাকায় নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান কোং বলেন, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব। তিনি যৌথ উদ্যোগ ও পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

এ সময় ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক গভীর করতে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক ভিসা সহজীকরণ জরুরি। পাশাপাশি, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ ও অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি।

ভিয়েতনাম বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ডো ভ্যান থুং বলেন, দুই দেশের মধ্যে যৌথ প্রকল্প ও বিনিময়মুখী সহযোগিতার মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীর, সাবেক পরিচালক আব্দুল হক, নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ড. ফেরদৌসী রহমানসহ সংগঠনের সহায়ক কমিটির সদস্য, সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিরা এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
জাতীয় বার্তা সংস্থা

ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামে দু'দেশের অংশীদারিত্ব গঠনের আহ্বান

ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ফান থি থাং আজ শহরের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ ব্যবসা ফোরাম ২০২৫-এ বক্তব্য রাখেন

ঢাকা, ১৪ মে, ২০২৫ (বাসস): বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণসহ দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

আজ (বুধবার) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম-২০২৫-এ তিনি এসব কথা বলেন ।

ভিয়েতনামের ১৬ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল উক্ত ফোরামে অংশগ্রহণ করেন, যার নেতৃত্বে যার ছিলেন ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

ডেপুটি মিনিস্টার বলেন, কৃষি, পর্যটন, ওষুধ, মৎস্য, আইসিটিসহ বিভিন্ন খাতে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উচ্চ ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ বাধা তা আটকে রেখেছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার পাশাপাশি পরিবহন, যোগাযোগ ও লজিস্টিকস খাত সহজতর করা গেলে অনাবিষ্কৃত খাতসমূহে উভয় দেশই উল্লেখযোগ্য সুফল পেতে পারে।

কৃষি, পর্যটন, ওষুধ, মৎস্য, আইসিটিসহ বিভিন্ন খাতে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের বড় সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং জানান, 'উভয় দেশ একে অপরের পণ্যে উচ্চ ট্যারিফ আরোপ করে রেখেছে। ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ বাধা দূর করাসহ পরিবহন, যোগাযোগ ও লজিস্টিকস খাত সহজতর করা গেলে অনাবিষ্কৃত খাতসমূহে উভয় দেশই উল্লেখযোগ্য সুফল পেতে পারে।'

এ সময়, দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ় করার পরামর্শ দেন তিনি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খানও একই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, দুই দেশের মধ্যে লেনদেন পদ্ধতি আরও সহজ ও স্বচ্ছ করতে হবে। এতে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই গতি আসবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এফবিসিসিআই'র প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে, যার বড় একটি অংশ আজও অনাবিষ্কৃত।' তিনি অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যৌথ ভেঞ্চার উদ্যোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন ঢাকায় ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান কোং। প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুফল পেতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এসময়, বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য-ভিসা সহজীকরণের আহ্বান জানান ভিয়েতনামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। দু'দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার গুরুত্ব তুলে ধরেন ভিয়েতনাম বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ডো ভ্যান থুং।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই'র মহাসচিব মো. আলমগীর, এফবিসিসিআই'র সাবেক পরিচালক আব্দুল হক, নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ড. ফেরদৌসী রহমান, এফবিসিসিআই'র সহায়ক কমিটির সদস্যরা, সাধারণ পরিষদের সদস্যরা, ব্যবসায়ী নেতারা এবং অন্যান্যরা।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ভিয়েতনামের সঙ্গে শুল্ক বাধা দূরীকরণে জোর

১৩ লাখ আফগান শরণার্থীকে দেশে পাঠাল পাকিস্তান

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণসহ দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সই এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

বুধবার (১৪ মে) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামে তিনি এসব কথা বলেন। উক্ত ফোরামে ভিয়েতনামের ১৬ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

কৃষি, পযর্টন, ঔষধ, মৎস, আইসিটিসহ বেশকিছু শিল্পের বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ফ্যান থি থ্যাং জানান, উভয় দেশ একে অপরের পণ্যে উচ্চ ট্যারিফ আরোপ করে রেখেছে। ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ বাধা দূর করাসহ পরিবহন, যোগাযোগ ও লজিস্টিকস ব্যবস্থা সহজ করা গেলে অনাবিষ্কৃত খাতসমুহে বড় সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ় করার পরামর্শ দেন তিনি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খানও একই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, দুই দেশের মধ্যে লেনদেন পদ্ধতি আরও সহজ ও স্বচ্ছ করতে হবে। এতে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই গতি আসবে।

এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, "বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে, যার বড় একটি অংশ আজও অনাবিষ্কৃত।" তিনি অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ঢাকায় নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান কোং বলেন, যৌথ ভেঞ্চার, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে।

ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বাণিজ্য-ভিসা সহজীকরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, দুই দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হবে।

ভিয়েতনাম বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ডো ভ্যান থ্বং বলেন, পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই মহাসচিব মো. আলমগীর, সাবেক পরিচালক আব্দুল হক, নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ড. ফেরদৌসী রহমান, সহায়ক কমিটির সদস্যরা, সাধারণ পরিষদের সদস্যরা এবং ব্যবসায়ী নেতারা।

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বাণিজ্য চুক্তি সই, শুল্কবাধা দূর করার পরামর্শ

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে উচ্চ শুল্ক (ট্যারিফ) বাধা দূরী করাসহ দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সই ও অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

বুধবার (১৪ মে) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম ২০২৫—এ তিনি এ কথা বলেন।

ফোরামে ভিয়েতনামের ১৬ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। দলটির নেতৃত্ব দেন দেশটির ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

কৃষি, পর্যটন, ঔষধ, মৎস্য, তথ্য প্রযুক্তিসহ বেশকিছু শিল্পের বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ফ্যান থি থ্যাং বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম উভয় দেশই একে অপরের পণ্যে উচ্চ শুল্ক (ট্যারিফ) আরোপ করে রেখেছে। দুদেশের মধ্যে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূর করাসহ পরিবহন, যোগাযোগ ও লজিস্টিকস ব্যবস্থা সহজ করা গেলে অনাবিষ্কৃত খাতসমূহে বড় সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

এসময়, দু’দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ় করার পরামর্শ দেন তিনি।

উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য শুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূর করার কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খান। পাশাপাশি, দুই দেশের মধ্যে লেনদেন ব্যবস্থা আরও সহজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এফবিসিসিআই’র প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে। এর একটি বড় অংশই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এরপর অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন ঢাকায় নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান কোং। প্রযুক্তি স্থানান্তর ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুফল পেতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এসময়, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য-ভিসা সহজ করার আহ্বান জানান ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান।

দুদেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও অংশীদারত্ব আরও জোরদার করার গুরুত্ব তুলে ধরেন ভিয়েতনাম বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ডো ভ্যান থুং।

অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই’র মহাসচিব মো. আলমগীর, এফবিসিসিআই’র সাবেক পরিচালক আব্দুল হক, নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ড. ফেরদৌসী রহমান, এফবিসিসিআই’র সহায়ক কমিটির সদস্য, সাধারণ পরিষদের সদস্য, ব্যবসায়ী নেতাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সারাবাংলা
sarabangla.net

ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি চায় ভিয়েতনাম

ঢাকা: বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণসহ দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সই এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার ফ্যান থি থ্যাং।

বুধবার (১৪ মে) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই আয়োজিত 'ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম ২০২৫' শীর্ষক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ফোরামে ভিয়েতনামের ১৬ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন তিনি।

কৃষি, পযর্টন, ওষুধ, মৎস, আইসিটিসহ বেশকিছু শিল্পে বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ফ্যান থি থ্যাং বলেন, উভয় দেশ একে অপরের পণ্যে উচ্চ ট্যারিফ আরোপ করে রেখেছে। ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূর করাসহ পরিবহন, যোগাযোগ ও লজিস্টিকস ব্যবস্থা সহজ করা গেলে অনাবিষ্কৃত খাতসমূহে বড় সম্ভাবনা রয়েছে।
এ সময় দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দৃঢ় করার পরামর্শ দেন তিনি।

উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রহিম খানও। পাশাপাশি, দুই দেশের মধ্যে লেনদেন ব্যবস্থা আরও সহজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এফবিসিসিআই'র প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে বিপুল বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে, যার একটি বড় অংশই অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। এ সময় অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জয়েন্ট ভেঞ্চার উদ্যোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন ঢাকায় নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান কোং। প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুফল পেতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে বাণিজ্য-ভিসা সহজীকরণের আহ্বান জানান ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান।

দু'দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার গুরুত্ব তুলে ধরেন ভিয়েতনাম বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ডো ভ্যান থ্বং।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই'র মহাসচিব মো. আলমগীর, সাবেক পরিচালক আব্দুল হক, নাসরিন ফাতেমা আউয়াল, ড. ফেরদৌসী রহমান প্রমুখ।

THE BUSINESS STANDARD

Bangladesh, Vietnam stress trade deal and economic partnership

Highlighting trade potential in sectors such as agriculture, tourism, pharmaceuticals, fisheries and ICT, the Vietnamese Deputy Minister noted that both nations currently impose high tariffs on each other’s products

Vietnam has been trying to avoid severe tariffs since Trump re-entered the White House in January. Photo: Bloomberg

Emphasising the need for boosting bilateral trade between Bangladesh and Vietnam, Vietnamese Deputy Minister of Industry and Trade Phan Thi Thang has called for the removal of tariff and non-tariff barriers, signing of trade agreements and building stronger economic partnerships between the two countries.

Phan Thi Thang made the remarks today (14 May) while addressing the Vietnam-Bangladesh Business Forum 2025, organised by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) at a hotel in Dhaka.

A 16-member Vietnamese business delegation, led by Deputy Minister Thang, participated in the forum.

Highlighting trade potential in sectors such as agriculture, tourism, pharmaceuticals, fisheries and ICT, the Vietnamese Deputy Minister noted that both nations currently impose high tariffs on each other's products.

Thi Thang stressed that easing tariff and non-tariff barriers as well as improving transport, communication and logistics infrastructure could unlock major opportunities in unexplored sectors.

She also recommended strengthening information exchange and mutual cooperation between business communities of the two countries.

Echoing similar sentiments, Abdur Rahim Khan, additional secretary at the Ministry of Commerce, underlined the importance of eliminating both tariff and non-tariff obstacles to facilitate trade and investment between Bangladesh and Vietnam.

He also suggested further simplification of transaction mechanisms between the two sides.

In his welcome address, FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman said there is significant untapped potential in trade and investment between Bangladesh and Vietnam.

He pointed to possibilities in infrastructure development, renewable energy, agro-processing, and ICT sectors.

Vietnamese Ambassador to Bangladesh Nguyen Manh Cuong emphasised the importance of joint ventures and reciprocal cooperation in expanding trade between the two nations. He expressed optimism that technology transfer and technical collaboration could enhance industrial and trade development in both countries.

Bangladesh's Ambassador to Vietnam Mohammad Lutfor Rahman called for trade visa facilitation to strengthen business ties.

Do Van Trung, head of the Vietnam Business Association, highlighted the need for deeper communication and partnerships among entrepreneurs and businesses from both countries.

Also present at the forum were FBCCI Secretary General Md Alamgir, former director Abdul Haque, Nasrin Fatema Awwal, Ferdousi Rahman, members of FBCCI's Advisory and General Council, business leaders, and other dignitaries

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Dhaka Thursday
15 May 2025
1 JAISHTHA 1432 BS 1 ZIL-QADAH 1446 HIJRI
daily-sun.com
Vol. 15 No. 1971 16 Pages 1 Price Tk 15

P5 | NETANYAHU ACCUSES MACRON OF SIDING WITH 'TERRORIST ORG'
P10 | AUDIENCE'S LOVE IS MY INSPIRATION: PURNIMA

P8 | BOOKED BY DELHI, BOARDED BY BANGLADESH

Bangladesh, Vietnam stress trade deal, economic partnership

UNB, *Dhaka*

Emphasising the need for boosting bilateral trade between Bangladesh and Vietnam, Vietnamese Deputy Minister of Industry and Trade Phan Thi Thang has called for the removal of tariff and non-tariff barriers, signing of trade agreements and building stronger economic partnerships between the two countries.

Phan Thi Thang made the remarks on Wednesday while addressing the Vietnam-Bangladesh Business Forum 2025, organised by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) at a hotel in Dhaka.

A 16-member Vietnamese business delegation, led by Deputy Minister Thang, participated in the forum.

Highlighting trade potential in sectors such as agriculture, tourism, pharmaceuticals, fisheries and ICT, the Vietnamese Deputy Minister noted that both nations currently impose high tariffs on each other's products.

Thi Thang stressed that easing tariff and non-tariff barriers as well as improving transport, communication and logistics infrastructure could unlock major opportunities in unexplored sectors.

She also recommended strengthening information exchange and mutual cooperation between business communities of the two countries.

Echoing similar sentiments, Abdur Rahim Khan, additional secretary at the Ministry of Commerce, underlined the importance of eliminating both tariff and non-tariff obstacles to facilitate trade and investment between Bangladesh and Vietnam.

He also suggested further simplification of transaction mechanisms between the two sides.

In his welcome address, FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman said there is significant untapped potential in trade and investment between Bangladesh and Vietnam.

He pointed to possibilities in infrastructure development, renewable energy, agro-processing, and ICT sectors.

Vietnamese Ambassador to Bangladesh Nguyen Manh Cuong emphasised the importance of joint ventures and reciprocal cooperation in expanding trade between the two nations. He expressed optimism that technology transfer and technical collaboration could enhance industrial and trade development in both countries.

Bangladesh's Ambassador to Vietnam Mohammad Lutfor Rahman called for trade visa facilitation to strengthen business ties.

Do Van Trung, head of the Vietnam Business Association, highlighted the need for deeper communication and partnerships among entrepreneurs and businesses from both countries.

BSS NEWS

Removing tariff, non-tariff barriers stressed to boost Bangladesh-Vietnam trade

DHAKA, May 14, 2025 (BSS) - Deputy Minister for Ministry of Industry and Trade of Vietnam Phan Thi Thang today underscored the need for removing tariff and non-tariff barriers alongside striking trade accord to boost bilateral trade between Bangladesh and Vietnam.

The Vietnamese Deputy Minister said this while addressing at the Vietnam-Bangladesh Business Forum 2025 organized by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) at a city hotel today.

Thang led a 16-member Vietnamese business delegation at the Forum.

Citing high business potentials in a good number of sectors like agriculture, tourism, pharmaceuticals, fisheries and ICT, the Vietnamese Deputy Minister said that both countries had imposed high tariffs on the import of products by each country.

In this regard, she cited that the unexplored sectors could have higher potentials if tariff and non-tariff barriers could be removed alongside simplification of transport, communication and logistics systems, said a FBCCI press release.

Thang also emphasised on the exchange of information between the businesses of the two countries side by side strengthening mutual cooperation.

Echoing with the Vietnamese Deputy Minister, Commerce Ministry Additional Secretary Abdur Rahim Khan said that the tariff and non-tariff barriers should be removed side by side simplifying the mode of transaction between the two countries.

While delivering his welcome address, FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman said although there is a huge potential for trade and investment between the two countries, but a big chunk of that remained unexplored.

In this regard, he mentioned about some potential sectors like renewable energy, agro-processing, and ICT.

Bangladesh Ambassador to Vietnam Mohammad Lutfur Rahman, Head of Vietnamese Business Association in Bangladesh Do Van Trong spoke, among others, on the occasion.

Among others, FBCCI Secretary General Md Alamgir, former FBCCI Directors Abdul Huq, Nasrin Fatema Awal, Dr Ferdousi Rahman, FBCCI supporting committee members, general body members and other business leaders were present on the occasion.

Bangladesh, Vietnam stress trade deal and economic partnership

Emphasising the need for boosting bilateral trade between Bangladesh and Vietnam, Vietnamese Deputy Minister of Industry and Trade Phan Thi Thang has called for the removal of tariff and non-tariff barriers, signing of trade agreements and building stronger economic partnerships between the two countries.

Phan Thi Thang made the remarks on Wednesday while addressing the Vietnam-Bangladesh Business Forum 2025, organised by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) at a hotel in Dhaka.

A 16-member Vietnamese business delegation, led by Deputy Minister Thang, participated in the forum.

Highlighting trade potential in sectors such as agriculture, tourism, pharmaceuticals, fisheries and ICT, the Vietnamese Deputy Minister noted that both nations currently impose high tariffs on each other's products.

Russia will help Vietnam to join BRICS bloc of developing nations

Thi Thang stressed that easing tariff and non-tariff barriers as well as improving transport, communication and logistics infrastructure could unlock major opportunities in unexplored sectors.

She also recommended strengthening information exchange and mutual cooperation between business communities of the two countries.

Echoing similar sentiments, Abdur Rahim Khan, Additional Secretary at the Ministry of Commerce, underlined the importance of eliminating both tariff and non-tariff obstacles to facilitate trade and investment between Bangladesh and Vietnam.

He also suggested further simplification of transaction mechanisms between the two sides.

In his welcome address, FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman said there is significant untapped potential in trade and investment between Bangladesh and Vietnam.

He pointed to possibilities in infrastructure development, renewable energy, agro-processing, and ICT sectors.

Vietnamese Ambassador to Bangladesh Nguyen Manh Cuong emphasised the importance of joint ventures and reciprocal cooperation in expanding trade between the two nations. He expressed optimism that technology transfer and technical collaboration could enhance industrial and trade development in both countries.

Bangladesh's Ambassador to Vietnam Mohammad Lutfor Rahman called for trade visa facilitation to strengthen business ties.

Do Van Trung, Head of the Vietnam Business Association, highlighted the need for deeper communication and partnerships among entrepreneurs and businesses from both countries.

Also present at the forum were FBCCI Secretary General Md Alamgir, former director Abdul Haque, Nasrin Fatema Awwal, Dr Ferdousi Rahman, members of FBCCI's advisory and general council, business leaders, and other dignitaries.

TRUE AND IMPARTIAL
daily sun
Dhaka Thursday
15 May 2025
1 JAISHTHA 1432 BS 1 16 ZIL-QADAH 1446 HIJRI
daily-sun.com
Vol. 15 No. 1971 16 Pages 1 Price Tk 15

P5 | NETANYAHU ACCUSES MACRON OF SIDING WITH 'TERRORIST ORG'
P10 | AUDIENCE'S LOVE IS MY INSPIRATION: PURNIMA
P8 | BOOKED BY DELHI, BOARDED BY BANGLADESH

Bangladesh, Vietnam stress trade deal, economic partnership

UNB, *Dhaka*

Emphasising the need for boosting bilateral trade between Bangladesh and Vietnam, Vietnamese Deputy Minister of Industry and Trade Phan Thi Thang has called for the removal of tariff and non-tariff barriers, signing of trade agreements and building stronger economic partnerships between the two countries.

Phan Thi Thang made the remarks on Wednesday while addressing the Vietnam-Bangladesh Business Forum 2025, organised by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) at a hotel in Dhaka.

A 16-member Vietnamese business delegation, led by Deputy Minister Thang, participated in the forum.

Highlighting trade potential in sectors such as agriculture, tourism, pharmaceuticals, fisheries and ICT, the Vietnamese Deputy Minister noted that both nations currently impose high tariffs on each other's products.

Thi Thang stressed that easing tariff and non-tariff barriers as well as improving transport, communication and logistics infrastructure could unlock major opportunities in unexplored sectors.

She also recommended strengthening information exchange and mutual cooperation between business communities of the two countries.

Echoing similar sentiments, Abdur Rahim Khan, additional secretary at the Ministry of Commerce, underlined the importance of eliminating both tariff and non-tariff obstacles to facilitate trade and investment between Bangladesh and Vietnam.

He also suggested further simplification of transaction mechanisms between the two sides.

In his welcome address, FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman said there is significant untapped potential in trade and investment between Bangladesh and Vietnam.

He pointed to possibilities in infrastructure development, renewable energy, agro-processing, and ICT sectors.

Vietnamese Ambassador to Bangladesh Nguyen Manh Cuong emphasised the importance of joint ventures and reciprocal cooperation in expanding trade between the two nations. He expressed optimism that technology transfer and technical collaboration could enhance industrial and trade development in both countries.

Bangladesh's Ambassador to Vietnam Mohammad Lutfor Rahman called for trade visa facilitation to strengthen business ties.

Do Van Trung, head of the Vietnam Business Association, highlighted the need for deeper communication and partnerships among entrepreneurs and businesses from both countries.

BSS NEWS

Removing tariff, non-tariff barriers stressed to boost Bangladesh-Vietnam trade

DHAKA, May 14, 2025 (BSS) - Deputy Minister for Ministry of Industry and Trade of Vietnam Phan Thi Thang today underscored the need for removing tariff and non-tariff barriers alongside striking trade accord to boost bilateral trade between Bangladesh and Vietnam.

The Vietnamese Deputy Minister said this while addressing at the Vietnam-Bangladesh Business Forum 2025 organized by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) at a city hotel today.

Thang led a 16-member Vietnamese business delegation at the Forum.

Citing high business potentials in a good number of sectors like agriculture, tourism, pharmaceuticals, fisheries and ICT, the Vietnamese Deputy Minister said that both countries had imposed high tariffs on the import of products by each country.

In this regard, she cited that the unexplored sectors could have higher potentials if tariff and non-tariff barriers could be removed alongside simplification of transport, communication and logistics systems, said a FBCCI press release.

Thang also emphasised on the exchange of information between the businesses of the two countries side by side strengthening mutual cooperation.

Echoing with the Vietnamese Deputy Minister, Commerce Ministry Additional Secretary Abdur Rahim Khan said that the tariff and non-tariff barriers should be removed side by side simplifying the mode of transaction between the two countries.

While delivering his welcome address, FBCCI Administrator Md Hafizur Rahman said although there is a huge potential for trade and investment between the two countries, but a big chunk of that remained unexplored.

In this regard, he mentioned about some potential sectors like renewable energy, agro-processing, and ICT.

Bangladesh Ambassador to Vietnam Mohammad Lutfur Rahman, Head of Vietnamese Business Association in Bangladesh Do Van Trong spoke, among others, on the occasion.

Among others, FBCCI Secretary General Md Alamgir, former FBCCI Directors Abdul Huq, Nasrin Fatema Awal, Dr Ferdousi Rahman, FBCCI supporting committee members, general body members and other business leaders were present on the occasion.